কলকাতা হাইকোর্ট

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৩ সালের সি. আর. আর. ১০৮০

কাশীনাথ শ

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীর জন্য	:	শ্রী আব্দুল হামিদ
		মোহম্মদ আব্দুল হালিম
রাজ্যের জন্য	:	শ্রী অভিষেক সিনহা
শুনানি	:	২৭.৩.২০২৩, ০৩.০৪.২০২৩, ০৭.০৮.২০২৩
রায়ঃ	**:**	**২৫.০৯.২০২৩**

বিচারপতি ,অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় :-

১. আবেদনকারী তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধন আবেদনটি দাখিল করেছেন ৮ই মার্চ, ২০১৩ তারিখের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ফাস্ট ট্র্যাক, চতুর্থ আদালত, নগর দায়রা কোর্ট, বিচার ভবন, কলকাতা কর্তৃক ২০০৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১০১-এ প্রদত্ত অপ্রকাশিত রায় এবং আদেশ বাতিল করার জন্য। এই রায় এবং আদেশের মাধ্যমে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ আপিল খারিজ করে দেন এবং ২০.০৮.২০০৭ তারিখের রায় এবং আদেশকে সমর্থন করেন। ২০০৩ সালের মামলা নং ১৩ডি-তে বিজ্ঞ বরিষ্ঠ মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং আদেশটি নিশ্চিত করেন। এই রায়ের ফলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১,০০০/- টাকা জরিমানা প্রদানের অযোগ্য ঘোষণা করে আবেদনকারীকে ১৯৫৪ সালের খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইনের ধারা ১৬(১)(ক)(i) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে ২০ দিনের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

২. ২৯.০৪.২০০৩ তারিখে প্রকাশিত মামলায়, খাদ্য পরিদর্শক আবেদনকারীর দোকানে আসেন, খাদ্য তৈরির জন্য "বনস্পতি" (ডালদা) পান, পরীক্ষার জন্য নমুনা হিসেবে কিছু পরিমাণ নেন এবং ৯ দিন পর, পাবলিক অ্যানালিস্ট দ্বারা নমুনাটি পরীক্ষা করা হয় এবং তিনি মতামত দেন যে এটি ১০° C গলনাঙ্কে ভেজালযুক্ত ছিল এবং তারপরে মামলা শুরু হয়। বিচার শেষে, ২০.০৮.২০০৭ তারিখের অপ্রকাশিত রায়ের মাধ্যমে, কলকাতার বিজ্ঞ সিনিয়র মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারীকে খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪ এর ধারা ১৬(১)(ক)(i) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং আবেদনকারীকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ২০ দিনের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

৩. মামলা প্রমাণের জন্য প্রসিকিউশন ২ জন পি.ডব্লিউ.-কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, যথা (১) জনাব বিকাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - খাদ্য পরিদর্শক - অভিযোগকারী পি.ডব্লিউ. ১ এবং (২) জনাব স্বপন কুমার দাস - এল(এইচ)এ পি.ডব্লিউ. ২-এর প্রধান সহকারী। আসামিপক্ষ ২ জন সাক্ষীর কথা উল্লেখ করেছে।

প্রসিকিউশন নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি উপস্থাপন করেছে যা প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিলঃ-

i. খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক ২৯.০৪.২০০৩ তারিখে "মেসার্স লক্ষ্মী সুইটস" এর মালিক ও বিক্রেতা কাশীনাথ শ - কে প্রদত্ত পি.এফ.এ. বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ফর্ম নং VI U/R ১২-তে নোটিশ - চিহ্নিত প্রদর্শনী ১, ১/১, ১/২।

ii. ২৯.০৪.২০০৩ তারিখে দুপুর ১২.৫৫ মিনিটে বিশ্লেষণের জন্য জমা দেওয়া পণ্যের প্রকৃতি এবং কাশীনাথ শ কর্তৃক ৭৫০ গ্রাম "বনস্পতি" মূল্যের জন্য ৩৭/- টাকা প্রদানের প্রাপ্তি (উপরের নমুনা কুপন ফর্মের বিপরীত পৃষ্ঠায়) যথাক্রমে প্রদর্শনী ৩ এবং ২ চিহ্নিত।

iii. পিয়ন বইয়ের পাতা বহনকারী ল্যাব। "বনস্পতির" নমুনার একটি অংশ সম্বলিত একটি সিল করা খাম, একটি সিল করা খাম, ফর্ম নং VII ইত্যাদিতে স্মারকলিপির একটি অনুলিপি প্রাপ্তির জন্য 29.04.03 তারিখের রেজিস্ট্রেশন নং 165 - চিহ্নিত প্রদর্শনী 4।

iv. সি.এম.সি. পিয়ন বইয়ের পাতা বহনকারী L(H)A এবং C.M.H.O. এর অফিসে 29.04.03 তারিখের স্বাক্ষর গ্রহণ করে। K.M.C. (1) "বনস্পতির" নমুনার দুটি অংশ সম্বলিত একটি সিল করা খামের (2) L(H)A এবং C.M.H.O. কে অবহিত করে। নমুনা পাবলিক অ্যানালিস্ট কে.এম.সি. এর কাছে পাঠানো।

v. পি.এফ.এ বিধি, 1955 এর ফর্ম নং IV U/R 10-এ জব্দ তালিকা এবং এটি মেসার্সের মিঃ কাশীনাথ শ-এর প্রো. এবং বিক্রেতার কাছে রাখা। লক্ষ্মী সুইটস তারিখ ২৯.০৪.০৩ তারিখের এক্সবিটি ৬ চিহ্নিত করেছে।

vi. স্মারক নং H/PFA/A/20 তারিখের ৩০.০৫.২০০৩ তারিখের C.M.H.O & L(H)A the C.M.C. শ্রী. বি.সি. চট্টোপাধ্যায়, খাদ্য পরিদর্শককে এবং জন বিশ্লেষকের রিপোর্ট নং RB/28/2003 তারিখের এক্সবিটি ৭ এবং ৮ চিহ্নিত করেছে।

vii. P.F.A. আইন, ১৯৫৪ এর অধীনে বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য লিখিত সম্মতির জন্য ২৪.৬.০৩ তারিখের B.C. চট্টোপাধ্যায় – খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক L(H)A এবং C.M.H.O-কে ফরোয়ার্ড করা চিঠি এবং ২৪.৬.০৩ তারিখের C.M.H.O. & L(H)A-এর সম্মতি লিখিতভাবে এক্সবিটি ৯, ৯/১ চিহ্নিত করেছে।

viii. বিকাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ২৪.৬.০৩ তারিখের অভিযোগের আবেদন, যার মধ্যে রয়েছে "মেসার্স লক্ষ্মী সুইটস" এর মালিক ও বিক্রেতা কাশীনাথ শ - এর বিরুদ্ধে মামলা নং ১৩D/০৩ তারিখের ২৬.৪.০৩।

ix. কাশীনাথ শ - কে সম্বোধন করা ডাক রসিদ নং ২২১১ তারিখের ১.৭.০৩, যার উপরে exbt11 চিহ্নিত।

x. কাশীনাথ শ - এর নামে একজন গোপী নাথ শ - এর নামে চিঠি নং H/PFA/A/26 তারিখের ১.৭.০৩, যার উপরে exbt12 চিহ্নিত,

xi. কাশীনাথ শ - কে সম্বোধন করা সি.এম.এইচ.ও এবং এল(এইচ)এ - এর চিঠি, যার উপরে exbt12 উল্লেখ রয়েছে। পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট নং RB/28/2003 তারিখের 26.5.2003 এর অনুলিপি exbt.13 হিসাবে চিহ্নিত।

পক্ষ সমর্থন এক্সবিটি চিহ্নিত ৬টি নোট যুক্ত করেছিল 'ক' সমষ্টিগতভাবে।

পিডব্লিউ-১ বিক্রেতা-কাম-প্রোপ্রাইটরের (ইএক্সবিতি ৯) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য তার মতামতের জন্য নমুনা সংগ্রহের প্রাসঙ্গিক নথি সহ এল (এইচ) এ এবং সি.এম.এইচ.ও-এর কাছে তার প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল, যিনি এই ধরনের নথি এবং ফরওয়ার্ডিং নোটটি পর্যালোচনার পরে দোকানের বিক্রেতা-কাম-প্রোপ্রাইটরের (ইএক্সবিতি৮/১) বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন।

পিডব্লিউ-১ এরপর নিজের হাতের লেখায় পিটিশন অফ কমপ্লেইন্ট ফর্ম পূরণ করে তাতে স্বাক্ষর করে। তারপর, তিনি পূরণ করা পিটিশন ফর্মটি এল (এইচ) এ এবং সি.এম.এইচ.ও-এর সামনে তাঁর সম্মতির জন্য রাখেন। তিনি সম্মত হন এবং উক্ত ফর্মটিতে স্বাক্ষর করেন (ইএক্সবিতি.১০)। তারপর তিনি পৌর প্রসিকিউটরের মাধ্যমে সিনিয়র মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের এলডি আদালতে এটি দাখিল করেন। এই মামলা (১৩ডি/০৩) দায়ের করার পরে তিনি বিষয়টি এল (এইচ) এ এবং সি.এম.এইচ.ও-কে রিপোর্ট করেন ২৭.০৬.২০০৩-এ এবং লিখিতভাবে উক্ত তথ্যটি এল (এইচ) এ-এর অফিসের একজন কেরানি পেয়েছিলেন।

অভিযোগের পর জেরায় PW-1 জানিয়েছে যে, প্রশ্নবিদ্ধ দোকানটি "মাটির দোকান" ছিল না এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ধরণের মিষ্টি এবং "সিঙ্গারা" ইত্যাদি বিক্রি করা হত। "বনস্পতি" দোকানের সাথে সংযুক্ত রান্নাঘরে রাখা হত যেখানে মিষ্টি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হত। তিনি নিয়ম ২২ সম্পর্কে তার জ্ঞান স্বীকার করেছেন কিন্তু পাত্র থেকে নমুনা হিসেবে কত পরিমাণ "বনস্পতি" নেওয়া উচিত তা তিনি বলতে পারেননি। তিনি বলেন যে মামলা দায়েরের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ ছাড়া বিশ্লেষক প্রতিবেদনটি পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না। সেই সময় সেই দোকানে সংরক্ষিত পাত্রে ১০/১২ কেজি "বনস্পতি" ছিল। তিনি স্থানীয় সাক্ষীর স্বাক্ষরের পাশাপাশি অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরও নথিতে নিয়েছিলেন যেমন

নমুনা নেওয়ার সময় ফর্ম ৪ এবং ফর্ম ৬-এর নমুনা কুপন ফর্ম। তিনি নমুনা কুপন ফর্মে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর নেননি। নমুনা সাক্ষীর ৩৫, এ. জে. সি বোস রোডে কোনও দোকান ছিল কিনা তা তিনি বলতে পারেননি, তবে নমুনা নেওয়ার সময় তিনি দোকানে উপস্থিত ছিলেন।

সেই সময় দোকানে অনেক গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন। তিনি সিরাজ আহমেদের সাথে যোগাযোগ করেন যিনি তার নমুনা পরীক্ষার সাক্ষী হতে প্রস্তুত ছিলেন এবং সেই কারণে তিনি সেখানে উপস্থিত অন্য কোনও গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করেননি। তিনি দেড় ঘন্টা ধরে দোকানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিযুক্তকে "বনস্পতি" ব্যবহার করতে দেখেন, যেখান থেকে তিনি "সিঙ্গারা" ভাজার জন্য নমুনা সংগ্রহ করেন। তিনি সেই দোকানে মানুষের খাওয়ার জন্য বিক্রির জন্য উন্মুক্ত "বনস্পতি" দেখতে পাননি। তিনি কোনও "সিঙ্গারা" নমুনা হিসেবে নেননি কারণ তিনি "সিঙ্গারা" ভাজার জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল পেয়েছিলেন যা তিনি নিম্নমানের বলে সন্দেহ করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে নমুনা সাক্ষী এবং অভিযুক্ত বিক্রেতা তার নির্দেশ অনুসারে নথিতে তাদের স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি পাত্র থেকে "বনস্পতি" পরিমাণ পরিমাণে নিয়েছিলেন এবং নমুনা বোতলে নমুনা রাখার আগে তার দ্বারা আনা অন্য পাত্রে রেখেছিলেন।

পাত্র থেকে "বনস্পতি" বের করার জন্য বিক্রেতা যে একমাত্র চামচটি ব্যবহার করেছিলেন, সেটিই তিনি পাত্র থেকে নমুনা বের করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তিনি খেয়াল করেননি যে রান্নার পাত্রে সেই চামচটি স্পর্শ করা হচ্ছে কিনা। নমুনা হিসেবে তিনি যে "বনস্পতি" নিয়েছিলেন তা আধা-কঠিন অবস্থায় ছিল। প্রশ্নবিদ্ধ "বনস্পতি" পাত্র থেকে সরাসরি নমুনা নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত নমুনা বোতলে ঢেলে দেওয়া যেতে পারে। তিনি অস্বীকার করেন যে নমুনার জন্য তিনি যে পরিমাণ "বনস্পতি" নিয়েছিলেন তা পর্যাপ্ত ছিল না।

তিনি অস্বীকার করেছিলেন যে নমুনা নেওয়ার জন্য তাঁর ব্যবহৃত যন্ত্রগুলি শুকনো, পরিষ্কার এবং খালি ছিল না। তিনি অস্বীকার করেছিলেন যে তিনি প্রসিকিউশনের জন্য তাঁর অনুমোদন নেওয়ার জন্য অনুমোদন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় নথি জমা দেননি। তিনি প্রধান জবানবন্দিতে বর্ণিত অন্যান্য বিষয়গুলি নিশ্চিত করেছিলেন।

কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের L(H)A স্বাস্থ্য, খাদ্য সেলের প্রধান সহকারী, পি.ডব্লিউ. ২ স্বপন কুমার দাস জানিয়েছেন যে ০১.০৭.২০২৩ তারিখে তৎকালীন L(H)A এবং C.M.H.O, C.M.C. এর নং H/PFA/A/26 তারিখ ০১.০৭.০৩ তারিখে ডঃ সুজিত কুমার ঘোষের একটি ফরোয়ার্ডিং চিঠি এবং ২৬.০৫.০৩ তারিখে পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট নং R.B./28/2003 তারিখে একটি কপি ০১.০৭.০৩ তারিখে (exbt. ১১) A/D-এর নিবন্ধিত ডাকযোগে মেসার্স লক্ষ্মী সুইটস, ৩৫এ, এ.জে.সি. বোস রোডের মালিক এবং বিক্রেতা কাশীনাথ শ-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর চিঠি এবং পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্টের অনুলিপি প্রদানের পর A/D কার্ডটি ফেরত পাঠানো হয়েছে। ০৩.০৭.০৩ তারিখে, জনৈক গোপীনাথ শ, কাশনাথ শ-এর পক্ষে উল্লিখিত ফরোয়ার্ডিং লেটার এবং পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্টের অনুলিপি A/D কার্ডে স্বাক্ষর করে গ্রহণ করেন। A/D কার্ডটি L(H)A-এর তৎকালীন সহকারী রামকৃষ্ণ কুণ্ডু পূরণ করেছিলেন এবং তিনি (P.W. 2) তার হাতের লেখা জানতেন (exbt 2)।

এল (এইচ) এ-এর তৎকালীন সহকারী রামকৃষ্ণ কুণ্ডুর দ্বারা পূরণ করা এবং সি. এম. সি-র তৎকালীন এল (এইচ) এ এবং সি.এম.এইচ.ও ডঃ সুজিত কুমার ঘোষের স্বাক্ষরিত মুদ্রিত ফরমে ০১.০৭.০৩ তারিখের ফরওয়ার্ডিং চিঠির অনুলিপি। তিনি (পি. ডব্লিউ. ২) হাতের লেখা এবং স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছিলেন (এক্স. বি. টি. ১৩)।

জেরা-পরবর্তী চার্জে তিনি বলেন যে ২০০৩ সালের জুলাই মাসে তাকে সি.এম.সি.-এর খাদ্য সেলে নিয়োগ দেওয়া হয়। ফরোয়ার্ডিং লেটার এবং পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট তিনি পাঠাননি।

কাশীনাথ শ-এর কাছে চিঠি এবং প্রতিবেদন পাঠানোর বিষয়ে তার ব্যক্তিগত কোনও জ্ঞান ছিল না। তিনি গোপীনাথ শ-কে চিনতেন না। উক্ত রাম কৃষ্ণ কুণ্ডু (১১.০৪.২০০৫ তারিখে) বরখাস্ত ছিলেন। তিনি অস্বীকার করেন যে ফরোয়ার্ডিং চিঠি এবং পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদন অভিযুক্ত কাশীনাথ শ-এর কাছে পাঠানো হয়নি।

ডি.ডব্লিউ. ১ অভিযুক্ত কাশীনাথ শ জবানবন্দি দিয়েছেন যে, "খাস্ত-কচুরি" তৈরির জন্য তার "বনস্পতি" (ডালডা) প্রয়োজন ছিল এবং তিনি "বুড়িয়া", "লাড়ু", "সিঙ্গারা" ইত্যাদিও প্রস্তুত করতেন। তিনি "ডালডা" এর ১৫ কেজি প্যাকেটজাত পলি জার কিনতেন। খাদ্য পরিদর্শক সিল করা পলি জারটি খুলে নমুনা নিয়েছিলেন। তার কাছে ক্রয় বিল ছিল এবং রাম স্বরূপ শ এবং মুন্সির ছেলের জারি করা ৬টি বিল দেখান। এই বিলগুলি তার উপস্থিতিতে প্রস্তুত করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি জিতেন প্রসাদের লেখা নাকি মুন্সির লেখা তা বলতে পারেননি। তিনি ইংরেজি পড়তে বা লিখতে জানতেন না তাই ঋণের বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে পারেননি। ১, ২, ৬, ৯। তার দোকানটি ৩৫, এ.জে.সি. বোস রোডে ছিল। জমিদারের জারি করা বিল ছিল। সেই বিলগুলি তার উপস্থিতিতে প্রস্তুত করা হয়নি। তার মিষ্টি তৈরির কারখানার বিল ছিল। তার কাছে পুলিশ লাইসেন্সও ছিল।

ডি.ডব্লিউ. ২, নাসিরুদ্দিন রোডের ৯বি-তে "লক্ষ্মী স্টোর" নামে মুদি দোকানের ডিলার মি. জয় প্রকাশ শ বলেন, রামস্বরূপ শ'র পাইকারি মুদির জিনিসপত্র বিক্রির ব্যবসা ছিল, যিনি মারা গেছেন। ডি.ডব্লিউ.২ লক্ষ্মী সুইটস-এর কাছে বিক্রি হওয়া দোকানের ৬টি নগদ মেমো চিহ্নিত করেছে। "ডালদা" সিল করা অবস্থায় লক্ষ্মী সুইটস-এর কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। তিনি ৬টি বিলের (ক্যাশ মেমো) আদ্যক্ষর কে দিয়েছিলেন তার নাম বলতে পারেননি। তার বাবা এটি জারি করেননি। ম্যানেজার (মুনিম) বিল ইস্যু করতেন। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে শ্রী রাজ কুমার শ' ম্যানেজার ছিলেন কিন্তু তার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। নগদ মেমোগুলিকে সম্মিলিতভাবে এক্সবিটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

জেরা করার সময় তিনি বলেছিলেন যে তাঁর দোকানটি ৮/১০ বছর ধরে ছিল। তাঁর বাবার দোকানটি তাঁর দোকান থেকে ২/৩ কিলোমিটার দূরে। যখন ৬টি ক্যাশ মেমো লেখা/জারি করা হয়েছিল তখন তিনি তাঁর বাবার দোকানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কাশীনাথ বাবুর ডাকে আদালতে হাজির হয়েছিলেন এবং স্বেচ্ছায় বলেছিলেন যে তাঁর বাবাকে আদালত তলব করেছে।

৪. অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ফাস্ট ট্র্যাক ৪১৫ দ্বারা প্রদত্ত রায়ে আদালত, নগর দায়রা আদালত, বিচার ভবন, কলকাতাঃ-

"আমি সাক্ষীর জেরা থেকে আরও জানতে পেরেছি যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি সিঙ্গারা ভাজার জন্য যে বনস্পতি ব্যবহার করেছিলেন, সেই বনস্পতি তিনি দেড় ঘন্টা ধরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই দোকানে মানুষের ব্যবহারের জন্য বিক্রির জন্য বনস্পতি দেখতে পাননি। তিনি এমন কোনও সিঙ্গারা গ্রহণ করেননি যা তিনি নিম্নমানের বলে সন্দেহ করেছিলেন...

১৯৫৪ সালের পিএফএ আইনের ৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, "কোনও ব্যক্তি নিজে বা তার পক্ষে কোনও ব্যক্তি কোনও ভেজালযুক্ত খাদ্য বিক্রির জন্য তৈরি, সংরক্ষণ, বিক্রয় বা বিতরণ করতে পারবেন না; (২) কোনও ভুল ব্র্যান্ডের খাবার; (৩) লাইসেন্সের শর্তাবলী ব্যতীত লাইসেন্সের জন্য নির্ধারিত কোনও খাদ্যদ্রব্য; (৪) এমন কোনও খাদ্যদ্রব্য যা খাদ্য (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষ [জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে] আপাতত নিষিদ্ধ করেছে; (৫) এই আইনের অন্য কোনও বিধান বা এর অধীনে প্রণীত কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করে এমন কোনও খাদ্যদ্রব্য; [অথবা] (vi) কোন ভেজালকারী

[ব্যাখ্যা] – এই ধারার উদ্দেশ্যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন ভেজালযুক্ত খাদ্য বা ভুল ব্র্যান্ডের খাদ্য বা ধারা (iii) বা ধারা (iv) বা ধারা (v) তে উল্লিখিত কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করার জন্য সংরক্ষণ করেন, তাহলে তিনি সেই খাদ্যদ্রব্য থেকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করেছেন বলে গণ্য হবেন। এই মামলার ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত/আপীলকারী মানব ব্যবহারের জন্য খাদ্যদ্রব্য তৈরির উদ্দেশ্যে উক্ত 'বনস্পতি' সংরক্ষণ করেছিলেন।

যে ঘটনার তারিখে, অভিযুক্ত/আপিলকারী ছিল দ্বারা সংরক্ষিত কথিত 'বনস্পত' থেকে সিঙ্গারার মতো খাদ্যদ্রব্য ভাজা তাকে তার মিষ্টির দোকানে শারবশ্রী লক্ষ্মী মিষ্টি হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে এবং এর জন্য স্টাইল করা হয়েছে মানুষের ব্যবহার। এইভাবে, একটি অনুসন্ধানে আসার কোনও সন্দেহ নেই যে অভিযুক্ত/আপিলকারী এর ৭ ধারার অধীনে অপরাধ করেছে পি. এফ. এ আইন, ১৯৫৪। যে অভিযুক্ত/আপিলকারী কোনও উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে বনস্পতি কেনার জন্য -এর ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি সম্বলিত বিল দায় স্থানান্তর করার জন্য এই আদালতের সামনে কোম্পানি বা প্রস্তুতকারক তার থেকে প্রস্তুতকারক কোম্পানিকে। "

৫. আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল নিম্নলিখিত রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন

(i) (২০০৯) সুপ্রিম কোর্ট আজ ২০৫, (১১) ১৯৯৫ সিআর. এলজে ৩৪৯১, (ii) ১৯৯৫ সিআর. এলজে (সুপ্রিম কোর্ট) ৩৬৩৮, এবং আরও জমা দিয়েছেন যেঃ-

i. ২৯.০৪.২০০৩ তারিখে, খাদ্য পরিদর্শক মেসার্স লক্ষ্মী সুইটস দোকানটি পরিদর্শন করেন এবং খাদ্য তৈরির জন্য সংরক্ষিত "বনস্পতি" খুঁজে পান। আবেদনকারী উপস্থিত ছিলেন যিনি প্রকাশ করেছিলেন যে "বনস্পতি" খাদ্য তৈরির জন্য রাখা হয়েছিল। অভিযোগের আবেদন অনুযায়ী এটি রাষ্ট্রপক্ষের মামলা।

ii. একদিকে প্রমাণিত হয় যে, "বনস্পতি" খোলা ও ব্যবহার করা হয়নি এবং অন্যদিকে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত "বনস্পতি" খাদ্য প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করা হয়নি।

iii. খাদ্য পরিদর্শক নমুনা সাক্ষী জনাব সিরাজের উপস্থিতিতে ৭৫০ গ্রাম ওজনের উক্ত "বনস্পতির" নমুনা নিয়েছিলেন। উক্ত জনাব সিরাজকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করা হয়নি। ধারা ৩১৩ সি আর. পি.সি. অনুসারে আবেদনকারী বলেছেন এবং প্রশ্ন নং ১৮-এর বিরুদ্ধে জমা দিয়েছেন যে তিনি প্রসঙ্গ না জেনে স্বাক্ষর করেছেন এবং তিনি ইংরেজি জানেন না। এটি নীচের লার্নড কোর্ট দ্বারা বিতর্কিত -তে বিবেচনা করা হয়নি রায়। প্রশ্ন নং ১৯-এর বিরুদ্ধে, ধারা ৩১৩ সি আর. পি.সি.-এ,

আবেদনকারী বলেছেন যে চামচ বা ইস্পাতের পাত্রটি পরিষ্কার এবং শুকনো ছিল না যেখানে নমুনা নেওয়া হয়েছিল। এটি বিতর্কিত রায়ে বিবেচনা করা হয়নি। ধারা ৩১৩ সি আর. পি. সি. এর অধীনে ২০ নং প্রশ্নের বিরুদ্ধে আবেদনকারী বলেছেন যে তিনি খাদ্য পরিদর্শকের নির্দেশ অনুসারে লিখেছেন এবং তিনি ৩৭ টাকা পাননি। এটি ছিল না বিতর্কিত রায়ে বিবেচনা করা হয়েছে।

iv.ধারা ৩১৩ এর অধীনে ২১ নং প্রশ্নের বিরুদ্ধে, আবেদনকারী বলেন যে, তার উপস্থিতিতে কোনও সিলিং করা হয়নি। তিনি কিছু ফর্মের কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে দোকান ছেড়ে চলে যান। তিনি আরও বলেন যে, পরিদর্শক যে কাচের বোতলের ভেতরে হাতিয়ার রেখেছিলেন, সেগুলো বোতলে ভরে পরিষ্কার করেননি। নমুনা ওজন করা হয়নি। এই দিকটি আপত্তিকর রায়ে বিবেচনা করা হয়নি।

v. ধারা ৩১৩-এর অধীনে প্রশ্ন নং ২২-এর বিরুদ্ধে আপিলকারী বলেন যে তাঁর উপস্থিতিতে এবং/অথবা তাঁর দোকানে নমুনাটি মোড়ানো হয়নি। এই দিকটি বিতর্কিত রায়ে বিবেচনা করা হয়নি।

vi. ৩১৩ ধারার প্রশ্ন নং ২৩, ২৪ এবং ২৯-এর বিরুদ্ধে আবেদনকারী বলেন যে তাঁর দোকানে কোনও ফর্ম প্রস্তুত করা হয়নি। তাঁর দোকানে কোনও সীলমোহর করা হয়নি। তাঁর উপস্থিতিতে এবং তাঁর দোকানে কিছুই সিল করা হয়নি। খাদ্য পরিদর্শক নমুনা নিয়ে চলে যান। উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি বিতর্কিত রায়ে যাওয়া হয়নি এবং মোটেও বিবেচনা করা হয়নি।

vii.ধারা ৩১৩-এর অধীনে ৫ নং প্রশ্নের বিরুদ্ধে আবেদনকারী বলেন যে তিনি "বনস্পতি"-তে ভেজাল করেননি এবং তিনি নির্দোষ। এটি বিতর্কিত রায়ে যায়নি।

viii. ধারা ৩১৩-এর অধীনে ১৩ নম্বর প্রশ্নের বিরুদ্ধে আবেদনকারী বলেন যে তিনি দোকান থেকে "বনস্পতি" কিনেছেন। ৩১৩-এর ১৪ নম্বর প্রশ্নের বিরুদ্ধে আবেদনকারী বলেন যে তিনি কোনও চিঠি পাননি। উপরোক্ত দুটি দিক বিতর্কিত রায়ে বিবেচনা করা হয়নি।

ix. ৩১৩ ধারার অধীনে ১৭ নং প্রশ্নের বিরুদ্ধে আবেদনকারী বলেন যে তিনি "রাম স্বরূপ শ"-এর দোকান থেকে পলি প্যাক বয়ামের "বনস্পতি" কিনেছেন এবং তিনি নির্দোষ। এই দিকটি ছিল না।

x. বিজ্ঞ আদালতের উচিত ছিল -এর বিবৃতিটি বিবেচনা করা সি আর পি সি-এর ধারা ৩১৩-এর অধীনে আপিলকারী। এমনকি কোডের ধারা ৩১৩-এর অধীনে আপিলকারীর কাছে কোনও অপরাধমূলক উপকরণ রাখা হয়নি। এমনকি ৩১৩ Cr.P.C-এর অধীনে পরীক্ষায় আপিলকারীর কাছে সর্বজনীন প্রশ্নও রাখা হয়েছিল। ধারা ৩১৩ Cr.P.C-এর অধীনে পরীক্ষার সময় তাঁর বিরুদ্ধে উপস্থিত প্রতিকূল উপাদান এবং পরিস্থিতি নির্দিষ্টভাবে তাঁর কাছে রাখা হয়নি।

xi. ৩১৩ নম্বর প্রশ্ন নং ২৮, ২৯, ৩০, ৩১-এর বিপরীতে, আপিলকারী বলেছেন যে তিনি "বনস্পতি" তৈরি করেননি, তিনি "রাম স্বরূপ শ"-এর দোকান থেকে কিনেছিলেন, তিনি কোনও বিশ্লেষণের রিপোর্ট পাননি, তিনি লেবেল এবং গ্যারান্টি সহ কোম্পানির "বনস্পতি" সম্বলিত পলিপ্যাক জার কিনেছিলেন। তিনি কীভাবে এর ভেজাল সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি নির্দোষ। তিনি আরও বলেছেন যে তার ছয়টি বিল রয়েছে। উপরোক্ত সমস্ত দিকগুলি বিতর্কিত রায়ে বিচারিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি।

xii. আবেদনকারীর মতে নমুনাটি সিল করা প্যাক করা জার থেকে নেওয়া হয়েছিল, যে পাত্রে নমুনা নেওয়া হয়েছিল তা পরিষ্কার এবং শুকনো ছিল না,

নমুনাটি তার দোকানে এবং তার উপস্থিতিতে সিল করে প্যাক করা হয়নি। আবেদনকারী "বনস্পতি" কেনার ছয়টি বিল উপস্থাপন করেছিলেন। উপরোক্ত বিলগুলি অন্য সাক্ষী "প্রকাশ শ" কখনও অস্বীকার করেননি, যার নাম রামস্বরূপ শ (মৃত) যার দোকান থেকে "বনস্পতি" কেনা হয়েছিল। নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত উপরোক্ত দুই সাক্ষীর গুরুত্বপূর্ণ জবানবন্দি মোটেও বিবেচনা করেনি। সাক্ষীরা কিছু বলেছেন এবং আদালত তার বিতর্কিত রায়ে ভিন্ন কিছু নিয়েছেন। উপরোক্ত দিকটি ছাড়াও, নমুনাটি 9 দিন পরে পরীক্ষা করা হয়েছিল। যেহেতু নমুনাটি শুকনো এবং পরিষ্কার পাত্রে নেওয়া হয়নি এবং সিল করা হয়নি এবং পরীক্ষার জন্য 9 দিন রাখা হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই বায়ু এবং জলের ব্যাকটেরিয়া দূষণ সৃষ্টি করে যা থেকে এটি ভেজাল হতে পারে। উপরে উল্লিখিত 9 দিন বিলম্ব গলনাঙ্ক 10°C বৃদ্ধি করতে পারে অর্থাৎ 31°C এর বেশি থেকে 41°C পর্যন্ত। "কারণ সহ সিদ্ধান্ত" শিরোনামে পৃষ্ঠা ৬-এ বিতর্কিত রায়ে, প্রসিকিউশন স্বীকার করেছে যে পরীক্ষায় বিলম্ব "গলনাঙ্ক বৃদ্ধি" ঘটাতে পারে।

xiii. বিবাদী রায়ে, বিজ্ঞ বিচার আদালত পৃষ্ঠা ৭-এ রায় দিয়েছেন যে "বনস্পতি" ব্যবহার করা হচ্ছিল, যেখানে অভিযোগের আবেদনে এবং রায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রমাণিত হয়েছে যে "বনস্পতি" খাদ্য তৈরির জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল যা পরস্পরবিরোধী।

xiv. এই বিবাদী রায়ে বলা হয়েছে যে এটি খোলা প্যাকেটের জারে থেকে নেওয়া হয়েছিল, পরিষ্কার শুকনো চামচ এবং পাত্রে নমুনা নেওয়া হয়েছিল ইত্যাদি। উপরোক্ত বিষয়গুলি আবেদনকারী অস্বীকার করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞ আদালত তা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

xv. বিশ্লেষক "রাম দুলাল বিশ্বাস" কে উপরোক্ত প্রতিবেদনের সত্যতা প্রমাণের জন্য "সাক্ষী" হিসেবে হাজির করা হয়নি, যার ভিত্তিতে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

xvi. উপরোক্ত দিকটি ছাড়াও, খাদ্য পরিদর্শক তার সাক্ষ্যে স্বীকার করেছেন যে তিনি নমুনা কুপন ফর্মে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোনও স্বাক্ষর নেননি।

xvii. উপরোক্ত দিকটি ছাড়াও, খাদ্য পরিদর্শক তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে তিনি মানব খাদ্য বিক্রয়ের জন্য উক্ত দোকানে উক্ত "বনস্পতি" উন্মুক্ত অবস্থায় দেখেননি। তিনি তার সাক্ষ্যে আরও বলেছেন যে তিনি খেয়াল করেননি যে রান্নার পাত্র দিয়ে চামচ স্পর্শ করা হচ্ছে কিনা। উপরোক্ত দিকগুলি নিম্নের বিজ্ঞ আদালত বিবেচনা করেনি।

xviii. আবেদনকারী যখন বিশ্লেষকের প্রতিবেদন গ্রহণের কথা অস্বীকার করেছিলেন, তখন L(H)A-এর সহকারী রাম কৃষ্ণ কুণ্ডুকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করা হয়নি।

xix. স্বপন কুমার দাস, পিডব্লিউ-২ তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে তিনি আবেদনকারী কাশীনাথ শ-কে চিঠি এবং প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন কিনা সে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান ছিল না। এই দিকটি বিবেচনা করা হয়নি।

xx. আপত্তিকৃত রায়ের ১২ এবং ১৩ পৃষ্ঠায়, বিজ্ঞ বিচার আদালত লিপিবদ্ধ করেছে যে খাদ্য পরিদর্শক, সিল করা পলি জারটি খুলে নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। আবেদনকারী ছয়টি বিল উপস্থাপন করেছিলেন।

xxi. ডিডব্লিউ-২ আপত্তিকৃত রায়ের ১৩ পৃষ্ঠায় আবেদনকারীর কাছে বিক্রি করা ছয়টি নগদ স্মারক চিহ্নিত করেছে।

xxii. জেরায় PW-2 বলেছেন যে বিলগুলি জারি এবং/অথবা লেখার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। এটি ছয়টি বিলের সত্যতা অস্বীকার করার কারণ হতে পারে না। নিম্নোক্ত আদালত ভুলভাবে রায় দিয়েছে যে PW-2 শেষ অংশের ১৪ পৃষ্ঠায় ছয়টি বিল সনাক্ত করতে পারেনি। জবানবন্দি এবং জেরায় কোথাও নেই যে PW-2 বলেছেন যে তিনি সনাক্ত করতে পারবেন না। তিনি বলেছেন যে বিলগুলি লেখা এবং/অথবা জারি করার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না।

xxiii. নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত ভুলভাবে রায় দিয়েছে যে আদালত বিশ্বাস করেনি যে অভিযুক্ত/আবেদনকারী "রাম স্বরূপ শ" এর দোকান থেকে ক্রয় করেননি।

xxiv. বিজ্ঞ আদালতের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে অভিযুক্ত/আবেদনকারী চিনি এবং/অথবা "বনস্পতি" উৎপাদন করতে পারবেন না।

xxv. উক্ত রাম স্বরূপ এবং/অথবা কোম্পানিকে অভিযুক্ত হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়নি।

xxvi. উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, আবেদনকারী ১৯৫৪ সালের খাদ্য ভেজাল সুরক্ষা আইনের ধারা ১৯(১)(২) এর আওতায় সুবিধা এবং সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী, কারণ আবেদনকারী "বনস্পতি" ধারণকারী সিল করা পলি জার কিনেছিলেন, তিনি এর প্রকৃতি, পদার্থ এবং গুণমান সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত ভুলভাবে উক্ত সুবিধাটি অস্বীকার করেছেন।

xxvii. উপরোক্ত দিকটি ছাড়াও, নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত ভুলভাবে রায় দিয়েছেন যে বিশ্লেষক প্রতিবেদনের সঠিকতা পি.এফ. আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি যখন এটি স্পষ্ট যে বিশ্লেষক প্রতিবেদনটি আপিলকারীর কাছে পাঠানো হয়নি।

xxviii. পৃষ্ঠা ২২-এ, বিজ্ঞ আদালত ভুলভাবে রায় দিয়েছে যে আবেদনকারী গোপীনাথ শ-এর গ্রহণ সম্পর্কে নীরব ছিলেন। আবেদনকারী বলেছিলেন যে তিনি "গোপীনাথ" নামে কোনও ব্যক্তিকে চেনেন না এবং দোকানে গোপীনাথ নামে কোনও ব্যক্তি নেই।

৬. রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি প্রমাণের যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে জমা দিয়েছিলেন উভয়ই বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল।

৭. আবেদনকারীর মিষ্টির দোকান পরিদর্শন করে খাদ্য পরিদর্শক জবানবন্দি দেন যে, দোকান থেকে বিক্রি হওয়া খাবার তৈরির উদ্দেশ্যে একটি খোলা-পলি প্যাকজারে রাখা "বনস্পতি" ব্যবহার করা হচ্ছে। এরপর PW-1 "বনস্পতি" ভেজালযুক্ত বলে সন্দেহ করে, মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের জন্য পাবলিক অ্যানালিস্টের কাছে পাঠানোর জন্য ফর্ম VI অনুসারে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে একই নমুনা সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্টে নমুনাটি ভেজাল বলে নির্ধারণ করা হয়।

৮. 'খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪' -এর ২ ধারায় বলা হয়েছে নিম্নরূপ:

"এই আইনে যদি না প্রসঙ্গটি অন্যথায় প্রয়োজন হয়,-

(i) **'ভেজাল'** অর্থ এমন কোনও উপাদান যা ভেজালের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বা করা যেতে পারে;

(ii) **'ভেজাল'**-একটি খাদ্যদ্রব্য ভেজাল বলে গণ্য হবে-

(ক) যদি কোনও বিক্রেতার দ্বারা বিক্রি করা পণ্যটি ক্রেতার দ্বারা দাবি করা প্রকৃতি, পদার্থ বা মানের না হয় এবং তার কুসংস্কারের কারণে না হয়, বা প্রকৃতি, পদার্থ বা মানের না হয় যা এটি বোঝায় বা প্রতিনিধিত্ব করে;

(খ) যদি নিবন্ধটিতে অন্য কোনও পদার্থ থাকে যা প্রভাবিত করে, অথবা যদি নিবন্ধটি এমনভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয় যাতে প্রভাবিত হয়, তবে ক্ষতিকারকভাবে প্রকৃতি, পদার্থ বা গুণমান;

(গ) যদি কোনও নিকৃষ্ট বা সস্তা পদার্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত করা হয় যাতে এর প্রকৃতি, পদার্থ বা গুণমানকে ক্ষতিকারকভাবে প্রভাবিত করে।

(ঘ) যদি নিবন্ধটির কোনও উপাদান সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিমূর্ত করা হয় যাতে এর প্রকৃতি, পদার্থ বা গুণমানকে ক্ষতিকারকভাবে প্রভাবিত করে;

(ঙ) যদি জিনিসটি প্রস্তুত, প্যাক করা বা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখা হয় যার ফলে এটি দূষিত বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে;

(চ) যদি পণ্যটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনও নোংরা, ময়লা, পচা, পচানো বা রোগাক্রান্ত প্রাণী বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ নিয়ে গঠিত হয় বা পোকামাকড়-আক্রান্ত হয় বা অন্যথায় মানুষের ব্যবহারের জন্য অনুপযুক্ত হয়;

(ছ) যদি নিবন্ধটি কোনও রোগাক্রান্ত প্রাণীর কাছ থেকে পাওয়া যায়;

(জ) যদি নিবন্ধটিতে এমন কোনও বিষাক্ত বা অন্যান্য উপাদান থাকে যা এটিকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক করে তোলে;

(ঝ) যদি বস্তুটির ধারকটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনও বিষাক্ত বা ক্ষতিকারক পদার্থের তৈরি হয় যা তার বিষয়বস্তুগুলিকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক করে তোলে;

(ঞ) যদি নিবন্ধে নির্ধারিত রং ব্যতীত অন্য কোনও রঙিন পদার্থ উপস্থিত থাকে, অথবা নিবন্ধে উপস্থিত নির্ধারিত রঙিন পদার্থের পরিমাণ পরিবর্তনশীলতার নির্ধারিত সীমার মধ্যে না থাকে;

(ট) যদি নিবন্ধটিতে নির্ধারিত সীমার বেশি কোনও নিষিদ্ধ সংরক্ষণকারী বা অনুমোদিত সংরক্ষণকারী থাকে;

(ঠ) যদি পণ্যের গুণমান বা বিশুদ্ধতা নির্ধারিত মানের নিচে পড়ে বা এর উপাদানগুলি পরিবর্তনশীলতার নির্ধারিত সীমার মধ্যে না থাকে, তবে যা এটিকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক করে তোলে;

(ড) যদি নিবন্ধটির গুণমান বা বিশুদ্ধতা এর নিচে পড়ে নির্ধারিত মান বা এর উপাদানগুলি পরিবর্তনশীলতার নির্ধারিত সীমার মধ্যে নয় কিন্তু পরিমাণে উপস্থিত থাকে যা এটিকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক করে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাথমিক খাদ্য হিসাবে পণ্যটির গুণমান বা বিশুদ্ধতা নির্ধারিত মানের নিচে নেমে গেছে বা এর উপাদানগুলি উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের নির্ধারিত সীমার মধ্যে উপস্থিত না থাকলে, কেবল প্রাকৃতিক কারণে এবং মানব সংস্থার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তবে এই উপ-ধারার অর্থের মধ্যে এই পণ্যটি ভেজাল বলে মনে করা হবে না।

ব্যাখ্যা-যদি প্রাথমিক খাদ্যের দুই বা ততোধিক পণ্য একসাথে মিশ্রিত করা হয় এবং ফলস্বরূপ খাদ্য সামগ্রী-

(ক) একটি নামে সংরক্ষণ, বিক্রয় বা বিতরণ করা হয় যা তার উপাদানগুলিকে বোঝায়; এবং

(খ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নয়, তবে এই জাতীয় ফলস্বরূপ পণ্যটি এর মধ্যে ভেজাল বলে মনে করা হবে না এই ধারার অর্থ; "

৯. 'খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪'-এর ৭ নং ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

" নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ খাদ্য-

কোন ব্যক্তি নিজে অথবা তার পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি দ্বারা উৎপাদন করবে না বিক্রয়ের জন্য, অথবা দোকান, বিক্রয় বা বিতরণের জন্য-

(i) কোনও ভেজাল খাবার;

(ii) কোনও ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত খাবার;

(iii) লাইসেন্সের শর্তাবলী ব্যতীত যে কোনও খাদ্যদ্রব্য যার বিক্রয়ের জন্য একটি লাইসেন্স নির্ধারিত করা হয়েছে;

(iv) জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে খাদ্য (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্তমানে যে খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে;

(v) এই আইনের অন্য কোনও বিধান বা তার অধীনে তৈরি কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনও খাদ্যদ্রব্য; অথবা

(vl) যেকোনও ভেজাল।

ব্যাখ্যা-এই ধারার উদ্দেশ্যে, কোনও ব্যক্তি কোনও ভেজাল খাদ্য বা ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত খাদ্য বা প্রকরন (iii) বা প্রকরন (iv) বা প্রকরন (v)-তে উল্লিখিত কোনও খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণ করেন বলে মনে করা হবে যদি তিনি কোনও খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদনের জন্য সেই খাদ্য সংরক্ষণ করেন বিক্রয়ের জন্য।"

১০. 'খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪'-এর ১৯ নং ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

"পক্ষসমর্থন যা এর অধীনে বিচারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত হতে পারে বা নাও হতে পারে এই আইন-

(১) কোন ভেজাল বা ভুল ব্র্যান্ডের খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত অপরাধের মামলায় কেবল এই অভিযোগ করা কোন প্রতিরক্ষামূলক কাজ হবে না যে বিক্রেতা তার দ্বারা বিক্রিত খাদ্যের প্রকৃতি, পদার্থ বা গুণমান সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন অথবা বিশ্লেষণের জন্য কোন পণ্য ক্রয় করার সময় ক্রেতা বিক্রয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হননি।

(২) কোন বিক্রেতা যদি প্রমাণ করেন যে কোন ভেজাল বা ভুল ব্র্যান্ডের খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে না যে তিনি-

(ক) তিনি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেছেন-

(i) যথাযথভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস্তুতকারক, পরিবেশক বা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত অনুজ্ঞাপত্রের ক্ষেত্রে

(ii) অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে, কোনও উৎপাদনকারী, পরিবেশক বা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে লিখিত ওয়ারেন্টি সহ; এবং

(খ) তাঁর দখলে থাকা খাদ্যদ্রব্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং তিনি যে রাজ্যে খাদ্যদ্রব্য কিনেছিলেন সেই একই রাজ্যে তা বিক্রি করেছিলেন।

(৩) ধারা ১৪-এ উল্লেখিত যে কোনও ব্যক্তিকে 'ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হলে, তিনি শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার এবং সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকারী হবেন।"

১১. আবেদনকারী উক্ত আইনের ১৩ (২) ধারার অধীনে নোটিশটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদনের অনুলিপি দ্বারা প্রাপ্ত হয়নি তাকে। তবে, উল্লিখিত দাবিটি এক্সট ১২ চিহ্নিত এ/ডি কার্ডের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল

যা প্রকাশ করে যে একজন গোপীনাথ শ আবেদনকারী কাশীনাথ শ-এর পক্ষ থেকে পাবলিক অ্যানালিস্ট রিপোর্ট পেয়েছেন। আবেদনকারী প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে তিনি উক্ত আইনের ১৯ (২) ধারার অধীনে বিধান আকর্ষণ করে "বনস্পতি" কিনেছিলেন। ডিডাব্লু-২ দোকানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জারি করা বিল অনুসারে তাদের দোকান থেকে "বনস্পতি" কেনার কথা স্বীকার করেছে। ডিডাব্লু-২ আরও জানিয়েছে যে তার বাবার মৃত্যু ইতিমধ্যে ঘটেছে। এলডি বিচারিক আদালতের ডিডাব্লু-১-এর সাক্ষ্যকে অস্বীকার করার পরিবর্তে, সময় অতিবাহিত হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করে, প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের বিল জারি করার সঠিক স্বাক্ষরকারীদের স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে অক্ষম করে দেওয়ার পরিবর্তে ভর্তির সারমর্ম বিবেচনা করা উচিত ছিল। উক্ত আইনের ২ ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে ভেজাল বলে দাবি করা পণ্যটি থেকে প্রস্তুত করা শেষ পণ্যটি অবশ্যই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে হবে। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, আবেদনকারী "বনস্পতি" তৈরি করেননি, বিক্রি করেননি বা বাজারজাত করেননি, তবে বিক্রি করার জন্য "সিঙ্গারা" প্রস্তুত করার জন্য এটি সংগ্রহ করেছিলেন। আবেদনকারীরা নিয়মিতভাবে তার মিষ্টি-মাংসের দোকান থেকে "সিঙ্গারা" প্রস্তুত এবং বিক্রি করেছিলেন এই জাতীয় খাবারগুলি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক বলে কোনও অভিযোগ ছাড়াই পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়নি যে নমুনায় 'ভেজাল'-এর কোনও উপাদানের উপস্থিতি দূষণের কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক তার ব্যবহারের মূল্যের অবনতি ঘটায়। 'বনস্পতি' কোনও নিকৃষ্ট বা সস্তা পদার্থ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়নি বা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখা হয়নি। পিডব্লিউ-১ দোকানে ১ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে উপস্থিত ছিল। দোকানে গ্রাহকদের উপস্থিতিতে নমুনা নেওয়ার প্রক্রিয়ায়, পিডব্লিউ-১ আবেদনকারীর দ্বারা বিক্রি করা খাদ্য সামগ্রী/সুস্বাদু খাবারের অবনতির মান সম্পর্কে অভিযোগ করেনি গলনাঙ্কের তাপমাত্রার পরিবর্তনকে এর জন্য দায়ী করা যায় না

নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা এবং সনাক্তকরণের অভাবে কোনও 'ভেজালের' অস্তিত্ব।

১২. **নারায়ণ প্রসাদ সাহু বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে যেঃ

"৬. ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে, স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষের জন্য জন বিশ্লেষকের প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে ব্যক্তির কাছ থেকে খাবারের নমুনা নেওয়া হয়েছে তার কাছে পাঠানো বাধ্যতামূলক। ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (২)-এর আরও আদেশ হল যে ব্যক্তির কাছে প্রতিবেদনটি পাঠানো হয়েছে তাকে জানাতে হবে যে যদি এটি কাঙ্ক্ষিত হয়, তবে তিনি প্রতিবেদনের অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে দশ দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করতে পারেন যাতে কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগার দ্বারা নমুনা বিশ্লেষণ করা যায় যে ব্যক্তির কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্যের নমুনা নেওয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর প্রতিবেদনটি প্রেরণ করতে হবে। অভিযোগকারী যে প্রতিবেদনটি সঠিক নয় বলে দাবি করার অধিকার ছাড়াও, প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে দশ দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করে বিশ্লেষণের জন্য নমুনাটি কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগারে পাঠানোর বিকল্প ব্যবহার করার অধিকার তার রয়েছে। যদি পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি অভিযুক্তের কাছে সরবরাহ না করা হয়, তবে কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগারে নমুনা পাঠানোর জন্য প্রার্থনার ১৩ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে তার অধিকার পরাজিত হবে ফলস্বরূপ, প্রতিবেদনটিকে চ্যালেঞ্জ করার তাঁর অধিকার পরাজিত হবে। তাঁর আত্মরক্ষার অধিকার বিরূপভাবে প্রভাবিত হবে। ব্যেন্দ্র (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত রায় দিয়েছে যে অভিযুক্তের কাছে কেবল প্রতিবেদন পাঠানো উপ-ধারা -এর প্রয়োজনীয়তার সাথে যথেষ্ট সম্মতি নয় ধারা ১৩-এর (২) এবং প্রতিবেদনটি অবশ্যই অভিযুক্তকে প্রদান করতে হবে।

৭. বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা আদালতের রায় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যে কেরানি প্রতিবেদনটি প্রেরণ করেছিলেন তিনি রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল। যদিও রাষ্ট্রপক্ষ ডাক খামের উপর পোস্টম্যানের করা মন্তব্যের উপর নির্ভর করেছে, যে পোস্টম্যান অভিযোগ করেছেন উক্ত মন্তব্যগুলি স্বীকারযোগ্যভাবে প্রসিকিউশন দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি।

---

[১] (২০২২) ১ এস. সি. সি ৮৭

৮. উক্ত নিয়মের নিয়ম ৯বি এইভাবে পড়েঃ

৯খ. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষ (প্রসিকিউশন প্রতিষ্ঠার দশ দিনের মধ্যে) বিধি ৭-এর উপ-নিয়ম (৩)-এর অধীনে ফর্ম ৩-এ বিশ্লেষণের ফলাফলের একটি অনুলিপি নিবন্ধিত ডাকযোগে বা হাতে, যা উপযুক্ত, সেই ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করবে, যার কাছ থেকে খাদ্য পরিদর্শক বস্তুটির নমুনা নিয়েছিলেন এবং একই সাথে সেই ব্যক্তির কাছেও, যার নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য তথ্য রয়েছে আইনের ১৪এ ধারার অধীনে বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়েছেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে নমুনাটি আইন বা তার অধীনে প্রণীত বিধির বিধানগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং উপ-ধারা (২) এর অধীনে কোনও মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে নয়, অথবা আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (২ই) এর অধীনে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, সেখানে স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষ সেই বিক্রেতার কাছে ফলাফলটি অবহিত করবে যার কাছ থেকে নমুনা নেওয়া হয়েছে এবং সেই ব্যক্তির কাছেও, যার নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য বিবরণ আইনের ১৪এ ধারার অধীনে প্রকাশ করা হয়েছে, পাবলিক অ্যানালিস্টের কাছ থেকে প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে।

অভিযুক্তদের উপর পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট পরিবেশন করার জন্য নিয়ম ৯বি দ্বারা একাধিক পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে, ডাকের প্যাকেট ফেরত দেওয়ার পরে, এমনকি ব্যক্তিগতভাবে পরিবেশন করার চেষ্টাও করা হয়নি আপিলকারীর উপর প্রতিবেদন করুন।"

১৩. পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্ট কাশীনাথ শ-কে দেওয়া হয়নি যার কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। পোস্টমাস্টারকে গোপীনাথ শ-এর উপর নোটিশ পরিষেবার প্রমাণীকরণের জন্য সাক্ষী হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। গোপীনাথ শ-এর এই নোটিশ পাওয়ার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। তাই খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪-এর ধারা ১৩ (২)-এর বিধান মেনে চলা হয়নি।

১৪. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিতর্কিত ক্রম ২০০৭ সালের ১০১ নং ফৌজদারি আপিল আদালত কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞ

অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ৪র্থ আদালত, নগর দায়রা আদালত, বিচার ভবন, কলকাতা এবং সেইসাথে ২০০৩ সালের ১৩ডি মামলায় কলকাতার বিজ্ঞ বরিষ্ঠ মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটকে সেই অনুযায়ী সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৫. ২০১৩ সালের সিআরআর ১০৮০ হিসাবে এই ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন অনুমোদিত।

১৬. খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ নেই।

১৭. এই রায়ের অনুলিপিটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক।

১৮. সমস্ত পক্ষ যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার অনুলিপির উপর কাজ করবে এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে।

(বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal